দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 5 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মের তদন্ত শুরু

■ দিনাজপুর রিপোর্টার

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ৫৭ লাখ টাকা ভাগবাটোয়ারার অভিযোগ সম্পর্কে জরুরিভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের লিখিত বক্তব্য কমিশনে জমা দিতে বলেছে। গত ২৩ মার্চ বিভিন্ন দৈনিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ৫৭ লাখ টাকা ভাগবাটোয়ারার অভিযোগ সম্পর্কিত খবর প্রকাশের পর মঞ্জুরি কমিশনের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উপ-সচিব ফেরদৌস জামান স্বাক্ষরিত এক স্মারকে প্রকাশিত খবর সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য জরুরিভিত্তিতে কমিশন অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পত্রিকার সংবাদে বলা হয় যে, ২০১২ সালে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ১৪ হাজার ৬শ' ১১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতি শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাবদ ৫শ' টাকা করে মোট ৭৩ লাখ ৫ হাজার ৫শ' টাকা একাউন্ট শাখায় জমা হয়। এর মধ্যে টেলিটক কোম্পানিকে ১০ শতাংশ ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫ শতাংশ করে মোট ১০ লাখ ৯৫ হাজার ৮শ' ২৫ টাকা প্রদান করা হয়। পরীক্ষা বাবদ ব্যয় হয় ৫ লাখ ৮ হাজার ২শ' টাকা। বাকি ৫৭ লাখ ১ হাজার ৪শ' ৭৫ টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয় বলে অভিযোগ করা হয়।

গত ২০১১ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩তম রিজেন্ট বোর্ডের সভায় ভর্তি পরীক্ষার জন্য বিশেষ সম্মানির একটি তালিকা অনুমোদন করা হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এম. আফজাল হোসেন পাবেন ৮ হাজার টাকা। কিন্তু ভিসি ভর্তি পরীক্ষার জন্য মোট ১ লাখ ২০ হাজার টাকা নিয়েছেন। একইভাবে পরীক্ষা কমিটির সদস্য সচিব প্রফেসর ড. মোছা. আফরোজা খাতুন শিলা ৬ হাজার টাকার স্থলে ৯২ হাজার ৫শ' টাকা তুলেছেন। কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মো: আলমগীর হাসান নিয়েছেন ৪৯ হাজার টাকা। পোস্ট গ্রাজুয়েট অনুষদের ডীন ড. বিধান চন্দ্র হালদার নিয়েছেন ৯২ হাজার ৫শ'।

একইভাবে কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর মো: মিজানুর রহমান নিয়েছেন ৫৬ হাজার ৫শ', শিএসই অনুষদের ডীন ৫৪ হাজার ৫শ', ফিসারিজ অনুষদের ডীন ড. মো: আনিস খান ৪৯ হাজার ৫শ', বিএস অনুষদের ডীন ড. ফাহিমা খানম ৪৯ হাজার ৫শ', রেজিস্ট্রার ড. বদরান রায় ৫৬ হাজার ৫শ', উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের ড. এটিএম শফিকুল ইসলাম ৫৩ হাজার ৫শ' করে ১০৯ জন শিক্ষকসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।